১. তারিখ: ০৬-০১-২০১৯ খ্রি:

আইডিয়া প্রদানকারী কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও কর্মস্থল:

ক্র: নং	নাম পদবী ও কর্মস্থল	রোল নং	মোবাইল	ইমেইল
১	মো: জয়নাল আবেদীন	১২	০১৭৮৯২৭৭৮৮৪	jainalctg777@gmail.com
২.	জান্নাতুল মাওয়া	১৮	০১৮৩৭২৩১৪৭১	
৩.	কাজী মো: রোকন উদ্দিন	৪৩	০১৮১৫৫৮০৩৩০	rukantz16@yahoo.com
৪.	এ এইচ এম রেজাউল করিম	৫৬	০১৮১৩২০০৭৫৭	rkrkarim9@gmail.com
৫.	সাজিয়া রিফাত কোরেশী	৭২	০১৮১৯৮২৮৩৫৭	sajiarifatqureshi@gmail.com
৬.	আফরোজা সুলতানা	১০০	০১৮১৬৮২১০৯৩	afrozasultana.cu30@gmail.com
৭.	ইমরুল হাসান	১৩০	০১৭২০৬০১০৩০	
৮.	মুনিয়া জাহান	১৩৭	০১৭২৩২৬৭৪৮৫	jahanmonia@yahoo.com
৯.	মোসা: শামসুন নাহার	১৭৮	০১৭১২৫০৬০৮১	sumsoon80@gmail.com

২. সমস্যা ও কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

বিভিন্ন জেলা পযায়ের সরকারি কলেজ-এ একাদশ, দ্বাদশ, বিবিএস (পাস), অনার্স, মাস্টার্স মিলে প্রায় ১৪০০০/১৫০০০ এর অধিক ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একাদশ, দ্বাদশ এর প্রতি ইয়ারে ৮০০ করে প্রায় ১৬০০ ছাত্রছাত্রী আছে। এই বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের পাঠ মূল্যায়নের জন্য প্রতি বছর অর্ধবার্ষিক এবং বার্ষিক দুটো পরীক্ষা নেওয়া হয়। শুধুমাত্র এই দুটো পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের নিয়মিত পাঠ অগ্রগতি বৃদ্ধিকরণ এবং মূল্যায়ন সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এর জন্য প্রয়োজন সাপ্তাহিক এবং মাসিক মূল্যায়ন। অন্যদিকে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে এই সাপ্তাহিক এবং মাসিক পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে এই কলেজের স্বল্প সংখ্যক শিক্ষক দিয়ে মূল্যায়ন করাও অনেক সময়সাপেক্ষ, দুরহ এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই প্রয়োজন একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস বেইজড পরীক্ষা পদ্ধতি। যেখানে একটি ৪৫ মিনিটের ক্লাসের মধ্যেই প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে মূল্যায়ন করে ঐ ক্লাসেই ফলাফল ঘোষনা করে কয়েকজন বিজয়ী শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হবে।

৩. ইনোভেশন চ্যালেন্জ / লক্ষ্য:

কোন শিক্ষক যদি প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে এই সাপ্তাহিক বা মাসিক মূল্যায়ন পরীক্ষা নিতে চায়; তাহলে তাকে প্রথমে প্রশ্নপত্র তৈরী করতে হবে, তারপর একদিন ক্লাস বাদ দিয়ে এই পরীক্ষাটা নিতে হবে, এরপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষক খাতাগুলো মুল্যায়ন করে কয়েকদিন পর রেজাল্ট দিবে। যদি প্রচলিত পদ্ধতিতে এরকম প্রতি সপ্তাহে এবং মাসে মূল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়া হয়, তাহলে সামগ্রিক বিষয়টি একজন শিক্ষকের পক্ষে ম্যানেজ করা আসলেই অনেক দুরহ এবং সময়সাপেক্ষ। এছাড়া শিক্ষার্থীরাও আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং বিরক্তি অনুভব করবে। এজন্য প্রয়োজন একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস বেইজড পরীক্ষা পদ্ধতি। যেখানে একটি ৪৫ মিনিটের ক্লাসের মধ্যেই প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে মূল্যায়ন করে ঐ ক্লাসেই ফলাফল ঘোষনা করে কয়েকজন বিজয়ী শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হবে।

৪. সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান (বিবরণ/প্রসেসম্যাপ)/ আইডিয়ার বিবরণ: সাপ্তাহিক বা মুল্যায়ন পরীক্ষাসমূহ ডিজিটালি কুইজ টেস্ট ফরম্যাটে নেওয়া হবে। একটি অধ্যায় শেষ হওয়ার পর এর উপর সাপ্তহিক মুল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়ার তারিখ ঘোষণা করা হবে। এই পদ্ধতিতে প্রথমেই শিক্ষার্থীদের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। এরপর মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ একটি একটি করে পৃথকভাবে এক কথায় উত্তর বা এমসিকিউ আকারে মৌখিকভাবে জিজ্ঞস করা হবে। যে গ্রুপের উত্তর সঠিক হবে তার জন্য সবুজ বাতি আকারে সঠিক উত্তরটি মাল্টিমিডিয়া স্ক্রীনে প্রদর্শিত হবে। আর যাদের উত্তর সঠিক হবে না তাদের জন্য লাল সিগন্যাল স্ক্রীনে প্রদর্শিত হবে। এভাবে একটির পর একটি প্রশ্ন স্ক্রীনে আসবে এবং স্টুডেন্টরা উত্তর করবে। প্রতিটি প্রশ্ন উত্তর করার জন্য সময় দেওয়া হবে সর্বোচ্চ ১ মিনিট। এভাবে ১৫-২০ টি প্রশ্ন সংবলিত একটি কুইজ টেস্ট শেষ করতে সর্বোচ্চ সময় লাগবে ২০-২৫ মিনিট। পরীক্ষা শেষে সর্বোচ্চ উত্তরদাতা গ্রুপ বা স্টুডেন্টকে পুরস্কৃত করা হবে। অর্থাৎ ৪৫ মিনিটের একটি ক্লাসের মধ্যেই কুইজ টেস্ট আকারে সাপ্তাহিক বা মাসিক মুল্যায়ন পরীক্ষা নিয়ে ফলাফল ঘোষণা করার মাধ্যমে স্টুডেন্টদের পাঠ অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যাবে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে এইরকম কয়েকটি পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় দেখেছি-এই কুইজ টেস্ট চলাকালীন সময়ে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর করার সময় স্টুডেন্টদের মাঝে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করে। প্রতিটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে যে গ্রুপের উত্তর সঠিক হয় তাদেরকে সবাই হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করে। সামগ্রিকভাবে ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট আনন্দমুখর পরিবেশে এবং আগ্রহ সহকারে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

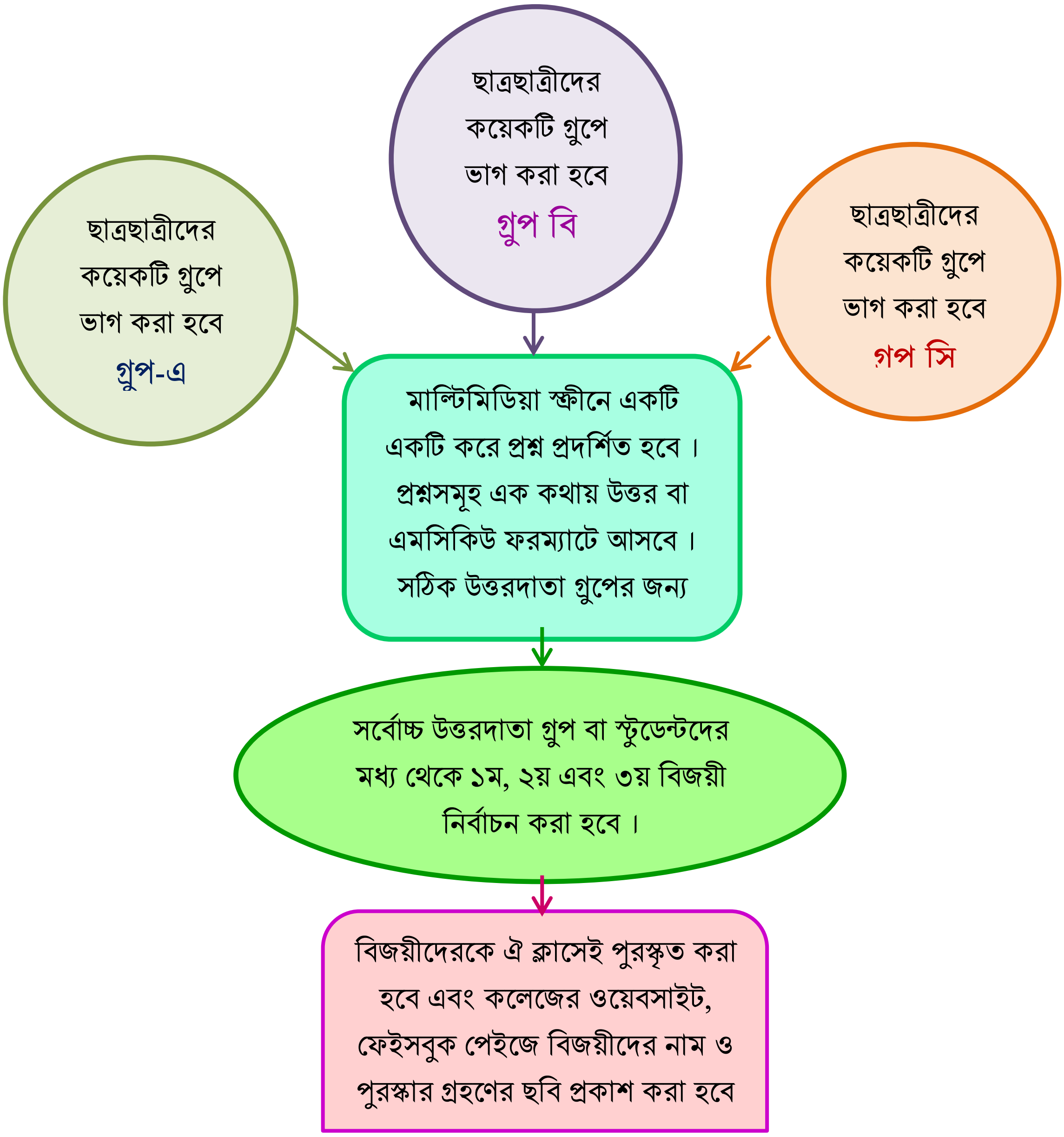

চিত্র: ডিজিটাল কুইজ টেস্ট ফরম্যাটে সাপ্তাহিক বা মাসিক মুল্যায়ন পরীক্ষা

৫. আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরী হবে ?

Time, Cost & Visit (TCV) Analysis

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মুল্যায়ণ সহ রেজাল্ট প্রস্তুতকরণের জন্য ১৬০ জন ছাত্রের প্রতিটি সেকশনে ব্যয়িত কর্মঘন্টা কমপক্ষে ৮ ঘন্টা এরকম একাদশ শ্রেণির ৫ টি সেকশনের জন্য সময় লাগবে ৪০ ঘন্টা ।	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মুল্যায়ণপূর্বক রেজাল্ট প্রস্তুতকরণ এবং বিভিন্ন পারিশ্রমিক ও সম্মানী বাবদ প্রতিটি সাপ্তাহিক পরীক্ষার জন্য ১৬০ জন ছাত্রের প্রতিটি সেকশনে ব্যয় হত কমপক্ষে ১৩০০ টাকা । এরকম একাদশ শ্রেণির ৫ টি সেকশনের জন্য ব্যয় হত কমপক্ষে ৬৫০০ টাকা । (পুরস্কার ব্যতীত)	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মুল্যায়ণবাবদ খাতা কলম কেনার জন্য মার্কেটে যাওয়া, প্রেসে যাওয়া ইত্যাদি বাবদ একজন কর্মচারীকে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করতে হত।
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	কুইজ টেস্ট ফরম্যাটে প্রশ্নপত্র প্রণয়নপূর্বক পরীক্ষা নিয়ে রেজাল্ট ঘোষণার জন্য ১৬০ জন ছাত্রের প্রতিটি সেকশনে কর্মঘন্টা ব্যয়িত হবে সর্বোচ্চ ২ ঘন্টা এরকম একাদশ শ্রেণির ৫ টি সেকশনের জন্য সময় লাগবে ১০ ঘন্টা ।	এখানে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মুল্যায়ণ বাবদ কোন খরচই নাই । এখানে পুরস্কার বাবদ প্রতিটি সেকশনের জন্য ব্যয়িত হবে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা । এভাবে একাদশ শ্রেণির ৫ টি সেকশনের জন্য ব্যয়িত হবে সর্বোচ্চ ১৫০০ টাকা ।	এই পদ্ধতিতে এরকম বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের কোন প্রয়োজন নেই ।
মোট পার্থক্য	**৩০ ঘন্টা**	**৫০০০ টাকা**	**শূন্য বার । যাতায়াত বাবদ কোন অর্থ এবং সময় ব্যয়িত হবে না**
	এই কুইজ টেস্ট ফরম্যাটে সাপ্তাহিক এবং মাসিক মুল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে খুব কার্যকরীভাবে পাঠ অগ্রগতি Kvh©µg পযালোচনা করা সম্ভব হবে । ছাত্রছাত্রীরা খুব আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে এই কুইজ টেস্ট ভিত্তিক মুল্যায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে ।প্রতি কুইজ টেস্টে পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকায় ছাত্রছাত্রীদের মাঝে একটি উৎসাহব্যন্জক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে ।		

আইডিয়া শিরোনাম: Digital weekly evaluation Test